বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

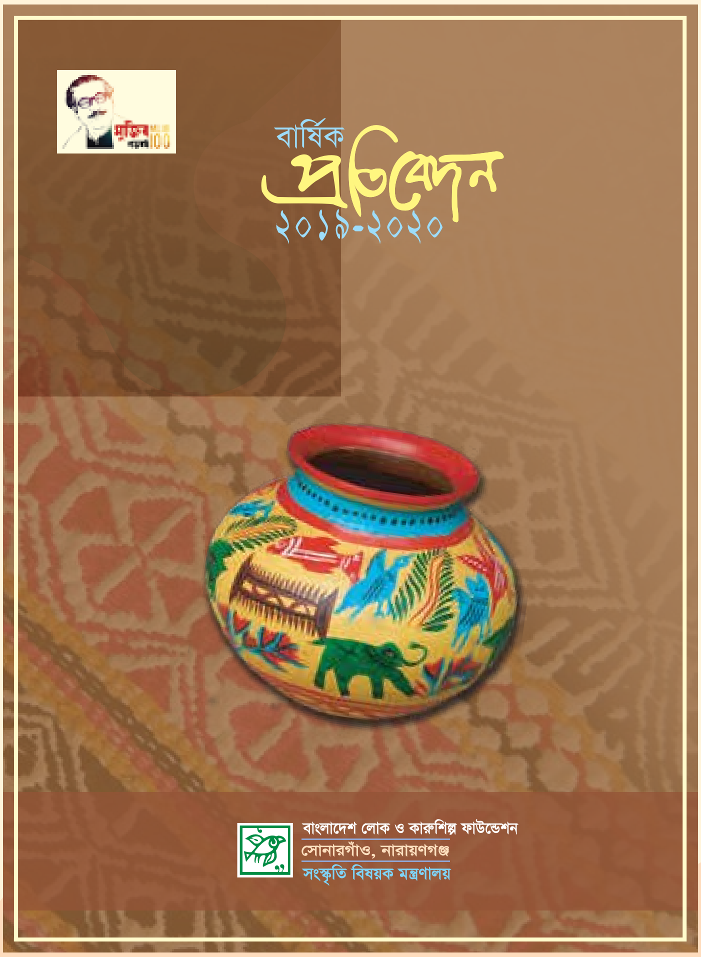

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ
ড. আহমেদ উল্লাহ, পরিচালক, বালোকাফা
মোঃ রবিউল ইসলাম, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বালোকাফা
মোঃ মনিরুজ্জামান, গাইড লেকচারার, বালোকাফা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
একেএম আজাদ সরকার
ডিসপ্লে অফিসার, বালোকাফা

আলোকচিত্র
মো: শফিকুর রহমান
ফটোগ্রাফার, বালোকাফা

প্রকাশক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ফোন: ০৯৬০৪০০০৭৭৭
www.sonargaonmuseum.gov.bd

সূচিপত্র

১.০ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

১.১ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ৮
১.২ রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৮
১.৩ কার্যাবলী ৮
১.৪ সাংগঠনিক কাঠামো ৯
১.৫ পরিচালনা বোর্ড ১০
১.৬ জনবল ১১
১.৭ ফাউন্ডেশন চত্বরের আকর্ষণসমূহ ১১
১.৭.১ শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ১১
১.৭.২ ঐতিহাসিক বড় সরদার বাড়ি ১১
১.৭.৩ নয়নাভিরাম লেক ১১
১.৭.৪ কারুপণ্য বিপণন চত্বর ১২

২.০ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম ১৩

২.১ মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজন ১৪
২.১.১ লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১৪
২.১.২ জামদানি মেলা ১৪
২.১.৩ নকশিকাঁথা প্রদর্শনী ১৪
২.২ আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ ১৫
২.৩ কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা ১৫
২.৪ লোক ও কারুশিল্পী পদক প্রদান ১৬
২.৫ গবেষণা ও প্রকাশনা ১৬
২.৬ কারুপণ্য সংগ্রহ ১৭
২.৭ সংগৃহীত কারুপণ্যের ডকুমেন্টেশন ১৭
২.৮ নিদর্শন সামগ্রীর সংরক্ষণ ১৭
২.৯ গ্যালারি সজ্জিতকরণ ১৭
২.১০ কারুশিল্পী অনুদান ১৭
২.১১ বই ক্রয় ১৭
২.১২ দর্শনার্থী কর্তৃক জাদুঘর পরিদর্শন ১৭
২.১৩ রাজস্ব খাতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ১৭
২.১৪ ডিজিটাল উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন ১৮
২.১৪.১ "কারুশিল্পী বাতায়ন" ওয়েব পোর্টাল ১৮
২.১৪.২ কিউ আর (QR) কোডের মাধ্যমে তথ্য প্রদান ১৮
২.১৪.৩ জিপিএস নেভিগেশন ম্যাপস্ ১৮
২.১৪.৪ মাতৃদুগ্ধ পান কর্নার ১৮
২.১৪.৫ বিশুদ্ধ পানি পান কর্নার ১৮
২.১৪.৬ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহের ডিজিটাল কপি প্রকাশ ১৮
২.১৫ প্রশাসনিক কার্যক্রমসমূহ ১৯
২.১৫.১ বোর্ড সভা ১৯
২.১৫.২ মাসিক সমন্বয় সভা ১৯
২.১৫.৩ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ১৯
২.১৫.৪ নিয়োগ ও অবসর গ্রহণ ১৯
২.১৫.৫ পুরনো নথি বিনষ্টকরণ ও অকেজো মালামাল নিলামকরণ ১৯

২.১৫.৬ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ১৯

২.১৫ বাজেট ও প্রকৃত আয়-ব্যয় ১৯

৩ .০ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ২১

৩.১ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ২২
৩.২ কারুশিল্পী জরিপ ২২
৩.৩ গবেষণা ও প্রকাশনা ২২
৩.৪ কারুপণ্য বিপণন চত্বর ২২
৩.৫ কারুমেলাকে নবরূপ প্রদান ২২
৩.৬ কার্য-সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ২২
৩.৭ চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ২২
৩.৮ জীবন্ত কারুগ্রাম প্রকল্প ২৩
৩.৯ বড় সরদার বাড়ি সজ্জিতকরণ ২৩
৩.১০ নতুন প্রকল্প প্রণয়ন ২৩
৩.১১ কারুপণ্যের বাজারজাতকরণ ২৩

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-ক: লোককারুশিল্প মেলা ২০২০-এ অংশগ্রহণকারী কারুশিল্পীর তালিকা ২৫
পরিশিষ্ট-খ : লোকজ উৎসবে পরিবেশিত অনুষ্ঠানমালার বিবরণ ২৬
পরিশিষ্ট-গ : জামদানি শাড়ি ও নকশিকাঁথা প্রদর্শনীর তথ্য ২৭
পরিশিষ্ট-ঘ: সংগৃহীত মাটির পুতুল ও খেলনার তালিকা ২৮
পরিশিষ্ট-ঙ: সংগৃহীত বইয়ের তালিকা ২৯
পরিশিষ্ট-চ : ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহের তালিকা ৩০-৩১
পরিশিষ্ট-ছ : বিনষ্টকৃত নথির তালিকা ৩২
পরিশিষ্ট-জ : নিলামকৃত মালামালের তালিকা ৩২
পরিশিষ্ট-ঝ : অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের তালিকা ৩৩
পরিশিষ্ট-ঞ : ২০১৯-২০ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব ৩৪
পরিশিষ্ট-ট : বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আলোকচিত্রসমূহ ৩৫-৪৮

মুখবন্ধ

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের উদোগে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের কারুশিল্প সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪৫ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি কারুশিল্পীদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান এবং এ শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে।

এ প্রতিষ্ঠানের এক বছরের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশিত হলো। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে আলোচ্য অর্থবছরের শেষে তিন মাসের কর্মপরিকল্পনাভুক্ত অনেক কর্মসূচি বাতিল করা হয়। এ প্রকাশনায় গত বছরের সার্বিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ভবিষ্যতের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করছি প্রতিবেদনটি ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পাশাপাশি কারুশিল্পী, গবেষক ও নীতি নির্বারকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের তথ্যের চাহিদা মেটাতে সহায়ক হবে।

সকল অংশীজনের সহায়তায় এবং প্রতিবেদনের 'ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা'য় উল্লেখিত উদ্যোগ সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে, ঐতিহ্যবাহী, পরিবেশ-বান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনার হাতিয়ার লোক ও কারুপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির কার্যকর ভূমিকা রাখার সংকল্প ব্যক্ত করছি।

ড. আহমেদ উল্লাহ
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

১.০ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

১.১ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও। প্রায় তিনশত বছর প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। সুলতানি আমলের শাসকগণ, বার ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁ এবং জগদ্বিখ্যাত মসলিনের স্মৃতিবিজড়িত এই সোনারগাঁও। এটি আবহমান গ্রামবাংলার লোকশিল্প ও লোকজ ঐতিহ্য বিকাশের দিক থেকে সমৃদ্ধ স্থান। সোনারগাঁও ঝিনুকের কাজ, জামদানি, মসলিন, মাটির কাজ, কাঠের চিত্রিত হাতি ঘোড়া এবং পুতুল নির্মাণশৈলীর জন্য দেশ-বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত। এমন লোক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমিতে লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য এদেশের মাটি ও মানুষের শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ এক প্রজ্ঞাপনবলে সরকার রাজধানী ঢাকা থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে সোনারগাঁওয়ে 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করে।

১.২ রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রূপকল্প

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, পুনরুজ্জীবন ও গবেষণা

অভিলক্ষ্য

অনুসন্ধান, সংগ্রহ, গবেষণা ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের উৎকর্ষ সাধন ও প্রসার

উদ্দেশ্য

ঐতিহ্যবাহী লোককারুশিল্প অনুরাগী সংস্কৃতিমনস্ক জাতি গঠন

১.৩ কার্যাবলী

(ক) ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ

(খ) লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন

(গ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা

(ঘ) কারুশিল্প গ্রাম প্রতিষ্ঠা

(ঙ) লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যাদির প্রকাশনার ব্যবস্থা করা

(চ) দেশব্যাপী জরিপের মাধ্যমে লোক ও কারুশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম ও কারুশিল্পীদের বিবরণ সম্বলিত তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও হালনাগাদ

(ছ) লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদির সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের শিল্পীকে সহযোগিতা করা

(জ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

(ঝ) লোক ও কারুশিল্প প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেলা, প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ-এর আয়োজন

(ঞ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতা করা এবং তৎসম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান

(ট) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশি ও আন্তর্জাতিক লোক ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে একই বিষয়ে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা

(ঠ) উপরোল্লিখিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসংগিক অন্যান্য কার্য করা

১.৪ সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কার্য তালিকা:

১. ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবন।
২. লোক ও কারুশিল্পের বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা। গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যাদির প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।
৩. মেলা, প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে লোক ও কারুশিল্পের বিষয়ে প্রচার, প্রসার ও সচেতনা বৃদ্ধি।
৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের উৎকর্ষ সাধন, প্রসার।
৫. লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদির সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান।
৬. লোক ও কারুশিল্পের উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

পরিচালক ০৩ ৫৕

১ X পরিচালক
১ X সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর(পিএ)
১ X অফিস সহায়ক

উপপরিচালক ০৩

১ X উপপরিচালক
১ X অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১ X অফিস সহায়ক

কনজারভেশন অফিসার কনজারভেশন শাখা ০২

১X কনজারভেশন অফিসার
১X ল্যাবরেটরি সহাকরী

গবেষণা অফিসার গবেষণা শাখা ০৩

১X গবেষণা অফিসার
১X রেজিস্ট্রেশন অফিসার
১X সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার

ডিসপ্লে অফিসার ডিসপ্লে শাখা ১৪

১X ডিসপ্লে অফিসার
২X গাইড লেকচারার
১X ফটোগ্রাফার
১X ছুতার মিস্ত্রি
৮+১X মিউজিয়াম এ্যাটেনডেন্ড

উপসহকারী প্রকৌশলী প্রকৌশল শাখা ০২

১X উপসহকারী প্রকৌশলী
১X ইলেক্ট্রিশিয়ান

নিরাপত্তা অফিসার নিরাপত্তা শাখা ১১

১X নিরাপত্তা অফিসার
১০X নিরাপত্তা প্রহরী

হিসাব শাখা ০৩

১X প্রধান অফিস সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক
১X হিসাব সহকারী
১X অফিস সহায়ক

প্রশাসন শাখা ১৪

১X উচ্চমান সহকারী
১X তত্ত্বাবধায়ক
১X স্টোরকিপার
১X অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১X অভ্যর্থনকারী
২X ড্রাইভার
৩X মালী
১X অফিস সহায়ক
৩X পরিচ্ছন্নতাকর্মী

জনবলের সারসংক্ষেপ

ক্র:নং:	পদের নাম	গ্রেড	স্থায়ীপদ	অস্থায়ী পদ	মোট পদ
১.	পরিচালক	৫ম	১	-	১
২.	উপপরিচালক	৬ষ্ঠ	১	-	১
৩.	সহকারী পরিচালক/ডিসপ্লে অফিসার/ কনজারভেশন অফিসার/ রিসার্স/গবেষণা অফিসার	৯ম	৩	-	৩
	প্রথম শ্রেণির সর্বমোট=		৫	-	৫
৪.	রেজিস্ট্রেশন অফিসার/নিরাপত্তা অফিসার/উপসহকারী প্রকৌশলী	১০ম	৩	-	৩
	২য় শ্রেণির সর্বমোট=		৩	-	৩
৫.	স্টেনোগ্রফার(পিএ)/সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার/ফটোগ্রাফার গাইড লেকচারার	১১তম	৫	-	৫
৬.	প্রধান অফিস সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক	১৩তম	১	-	১
৭	উচ্চমান সহকারী/হিসাব সহকারী/স্টোর কিপার/তত্ত্বাবধায়ক	১৪তম	৪	-	৭
৮.	ড্রাইভার	১৫তম	১	-	১
৯.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/অভ্যর্থনাকারী/ইলেক্ট্রিশিয়ান/ ছুতার মিস্ত্রি/ড্রাইভার	১৬তম	৬	-	৬
১০.	ল্যাবরেটরি সহাকরী	১৮তম	১	-	১
	৩য় শ্রেণির সর্বমোট=		১৮	-	১৯
১১	মিউজিয়াম এটেনডেন্ট	১৯তম	৮	১	৯
১২.	গার্ডেনার/মালী/গার্ড/অফিস সহায়ক/পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২০তম	২০	-	২০
	৪র্থ শ্রেণির সর্বমোট=		২৮	১	২৯
	সর্বমোট=		৫৪	১	৫৫

যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদী

ক্র:নং:	যানবাহন/যন্ত্রপাতির নাম	অনুমোদিত সংখ্যা
১	মাইক্রোবাস	১

এনাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পদ এবং সৃজিত স্থায়ী পদ-৫৪টি (কালো কালিতে)
সৃজিত অস্থায়ী পদ-০১টি (সবুজ কালিতে)

(রবীন্দ্র গোপ)
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

(মাহবুবুর রহমান)
যুগ্ম সচিব
সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(কবিরুল ইজদানী খান)
যুগ্ম সচিব
অর্থ মন্ত্রণালয়

(উম্মুল হাছনা)
অতিরিক্ত সচিব (সওব্য)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

১.৫ পরিচালনা বোর্ড

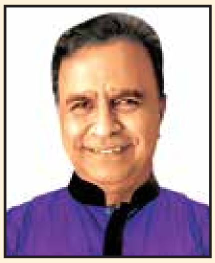

জনাব কে এম খালিদ এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোর্ড
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি
মাননীয় সংসদ-সদস্য
১৭২ মুন্সিগঞ্জ -২ ।

জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা
মাননীয় জাতীয় সংসদ-সদস্য
নারায়ণগঞ্জ-০৩

জনাব অসীম কুমার উকিল
মাননীয় জাতীয় সংসদ-সদস্য
নেত্রকোণা-০৩

জনাব মো: বদরুল আরেফীন
সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা

জনাব মো: মোশ্‌তাক হাসান এনডিসি
চেয়ারম্যান
বিসিক, মতিঝিল, ঢাকা

জনাব রাম চন্দ্র দাস
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
৮৩-৮৮ মহাখালি, ঢাকা

জনাব হাবীবুল্লাহ সিরাজী
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমি
রমনা, ঢাকা

অধ্যাপক নিসার হোসেন
ডিন
চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

শিল্পী হাশেম খান
বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং কারুশিল্প অনুরাগী
উত্তরা, ঢাকা

জনাব শামস্-ই-আরা বিনতে হুদা
যুগ্ম সচিব (রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

জনাব মো: জসিম উদ্দিন
জেলা প্রশাসক
নারায়ণগঞ্জ

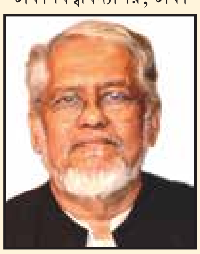

জনাব চন্দ্র শেখর সাহা
কারুশিল্প অনুরাগী ও গবেষক
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল
সভাপতি, বিএফইউজে এবং
লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী

আ. স. ম. হাসান আল আমিন
উপসচিব, অধিশাখা-৪
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ড. আহমেদ উল্লাহ
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

১.৬ জনবল

ধরণ	সংখ্যা
স্থায়ী পদ	৫৫
নবসৃজিত অস্থায়ী পদ	২০
মোট পদ	৭৫
গ্রেড অনুযায়ী পদের সংখ্যা	
৬ষ্ঠ -৯ম গ্রেড	৬
১০ম গ্রেড	৩
১১তম-১৮তম গ্রেড	২৩
১৯তম-২০তম গ্রেড	৪৩
মোট পদ	৭৫
লিঙ্গভিত্তিক কর্মচারির বিভাজন	
পুরুষ	৫৬
মহিলা	৪
মোট	৬০

১.৭ ফাউন্ডেশন চত্বরের আকর্ষণসমূহ

১.৭.১ শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণকারী এই গুণী শিল্পী তাঁর অসাধারণ শিল্প মানসিকতা ও বাস্তবমুখী কল্পনাশক্তির জন্য শিল্পাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার আন্দোলনে তিনি নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করেছিলেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯ অক্টোবর ১৯৯৬ সালে ফাউন্ডেশনের নতুন জাদুঘরটি শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর নামে নামকরণ করা হয়। জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাদুঘরে (১) কাঠখোদাই গ্যালারি, (২) জামদানি, টেরাকোটা ও নকশিকাঁথা গ্যালারি এবং (৩) তামা-কাঁসা পিতল, লোকবাদ্যযন্ত্র বৈচিত্র্যময় মাটির পুতুল ও লোক অলংকার নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য ০৩টি গ্যালারি রয়েছে।

১.৭.২ ঐতিহাসিক বড় সরদার বাড়ি

বড় সরদার বাড়ি বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁয়ের ঐতিহাসিক স্থাপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত! দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ান করপোরেশনের অর্থায়নে ঐতিহাসিক এ স্থাপনাটির রেস্টোরেশন কাজ সম্পন্ন হয়। বড় সরদার বাড়ির আয়তন ২৭,৪০০ বর্গফুট। এ ভবনে মোট ৮৫টি কক্ষ রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১ নভেম্বর ২০১৮ খি. ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রেস্টোরেশনকৃত বড় সরদার বাড়ি ভবনের শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দেশি-বিদেশি পর্যটকগণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করেন। এটি পরিদর্শনের জন্য পৃথক টিকিটের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশি দর্শনার্থীদের জন্য টিকিটের মূল্য একশত টাকা এবং বিদেশি পর্যটকগণের জন্য টিকিটের মূল্য দুইশত টাকা।

১.৭.৩ নয়নাভিরাম লেক

ফাউন্ডেশনের ১৬৮ বিঘা আয়তনের মনোমুগ্ধকর সবুজ চত্বরের বিস্তৃত জায়গাজুড়ে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন লেক! লেকের দু'পাশ দিয়ে রয়েছে নানা প্রজাতির ওষুধি, ফুল ও ফল গাছের সমারোহ। যেমন; আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, গোলাপজাম, হিজল, জারুল,

কদম, বকুল, সোনালু, অর্জুন, গর্জন, শিমুল, পলাশ, আমলকি, হরিতকী, বহেড়া, চন্দন, কাঠবাদাম, জাফরান, হৈমন্তী মহুয়াসহ নানা প্রজাতির বৃক্ষরাজি । আর এ সকল বৃক্ষরাজিতে বাস করে নানা প্রজাতির দেশীয় পাখি যেমন; শালিক, কোকিল, ঘুঘু, বুলবুলি, টুনটুনি, টিয়া, দোয়েল, শ্যামা ইত্যাদি। পাখিদের কল-কাকলিতে মুখরিত থাকে ফাউন্ডেশন চত্বর। লেকের জলে লাল, সাদা, শাপলা ও শালুক ফুটে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। শীতকালে শীতপ্রধান দেশগুলো থেকে অতিথি পাখির সমাগমও ঘটে এই লেকে। প্রায় ৫২ বিঘা আয়তনের দৃষ্টিনন্দন লেকে নৌকায় ভ্রমণ ও বড়শিতে মাছ শিকারের ব্যবস্থাও রয়েছে।

১.৭.৪ কারুপণ্য চত্বর

ফাউন্ডেশনের তৃতীয় গেইট সংলগ্ন মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পজাত সামগ্রী বিকিকিনির নিমিত্ত নির্মিত হয়েছে ৪৮টি স্টল। স্টলগুলো বিভিন্ন ফুল,পাখি, নদী এবং বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নামে নামকরণ করা হয়েছে। স্টলগুলোতে কারুশিল্পীদের তৈরি কারুপণ্য যেমন: জামদানি, নকশিকাঁথা, শীতলপাটি, কাঠের পুতুল, শোলার কারুপণ্য, বাঁশ-বেত, মাটির ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্র সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। আর এই বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের দেশের লোক কারুশিল্পী ও কারুশিল্পের পরিচিতি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বদরবারে সমাদৃত হবার সুযোগ পাবে।

২.০ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

২.১ মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজন

২.১.১ মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব

দেশের লোকসংস্কৃতি লোককারুশিল্পের ঐতিহ্যেবাহী নিদর্শনসমূহের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কারুশিল্পী ও কারুপণ্যের পরিচিতি তুলে ধরার জন্য ফাউন্ডেশন প্রতি বছর লোককারুশিল্প মেলার আয়োজন করে থাকে। ১৯৯১ সাল থেকে শুরু হওয়া লোককারুশিল্প মেলাটি প্রথমে একদিনের ছিল, পরবর্তীতে সপ্তাহব্যাপী মেলার আয়োজন ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৯৯৫ সাল থেকে ফাউন্ডেশন নিয়মিত মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের আয়োজন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে গত ১৪ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২০ এর আয়োজন করা হয়।

বাংলার প্রাচীন রাজধানী ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ের প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আয়োজিত মেলায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারুশিল্পীগণ বিভিন্ন ধরনের লোককারুশিল্পের পসরা সাজিয়ে বসেন। আমাদের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য ও উপাদানের দেশি-বিদেশি পর্যটকগণসহ নতুন প্রজন্মের সাথে পরিচিত করা, বাঙালি সংস্কৃতি লালন, কারুশিল্পীদের সৃজনশীল কর্মের উপস্থাপন, প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনই এই মেলার আসল উদ্দেশ্য। এবারের মেলায় ১৭টি অঞ্চলের ২১টি মাধ্যমের ৬৪ জন কারুশিল্পীর শিল্পকর্ম ৩২টি স্টলে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও মেলায় হস্তশিল্পের ৪৬টি, দেশীয় পোশাকের ৩৩টি এবং দেশীয় খাবার ও মিষ্টির ১৮টি স্টল ছিল।

মাসব্যাপী লোকজ উৎসব আয়োজনে প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালায় ছিল জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, মারফতি, পল্লীগীতি, লালনগীতি, বাউল গান, গম্ভীরা, আলকাপ, গাজী কালুর পালা, মহুয়া পালা, চম্পাবতীর পালা এবং হাছন রাজার মত হাজারো লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য নাট্য, কবিতা আবৃত্তি, লোক ছড়াপাঠের আসর, লোকজ গল্প বলা ও বর্ণালী অনুষ্ঠানমালা। লোক কারুশিল্প মেলায় অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীর তালিকা এবং অনুষ্ঠানমালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাক্রমে পরিশিষ্ট- ক ও খ তে দ্রষ্টব্য।

২.১.২ জামদানি মেলা

জামদানির আদি জন্মস্থান ঢাকাকে গণ্য করা হলেও বর্তমানে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও এবং রূপগঞ্জ উপজেলা জামদানি তৈরিতে তাদের বংশানুক্রমিক ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। জামদানির প্রাচীনতম বিবরণ পাওয়া যায় আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্টাব্দে। ঐতিহাসিক বর্ণনা, শ্লোক প্রভৃতি থেকে প্রতীয়মান হয়, দুকূল বস্ত্র থেকে মসলিন এবং মসলিনে নকশা করে জামদানি কাপড় তৈরি করা হত। জামদানি বয়নের পদ্ধতিকে একটি অনন্য সাধারণ নির্বস্তক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Intangible cultural heritage) হিসেবে ২০১৩ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। জামদানি বলতে সাধারণত শাড়িকে বোঝানো হলেও বর্তমানে জামদানি দিয়ে নকশি ওড়না, কুর্তা, পাগড়ি, রুমাল, পর্দা ইত্যাদিও তৈরি হচ্ছে। জামদানি শাড়িতে বুননের মাধ্যমেই নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জামদানি শাড়ির আগের সব বিখ্যাত এবং অবিস্মরণীয় নকশা ও বুননের অনেকগুলোই বর্তমানে বিলুপ্ত। নবীন কারিগররা অধিকাংশ নকশা সম্পর্কেও অবহিত নয়। আদি জামদানির নকশা ও বুনন কৌশল নতুন প্রজন্মের কাছে স্থানান্তর করার নিমিত্ত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তিনদিনব্যাপী জামদানি মেলার আয়োজন করে। মেলায় ২০টি স্টলে জামদানি শাড়ি প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

২.১.৩ নকশিকাঁথা প্রদর্শনী

নকশি কাঁথা বাঙালির শত শত বছরের পুরনো সংস্কৃতি ও লোকশিল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রামাঞ্চলের নারীরা পাতলা কাপড়, প্রধানত পুরানো কাপড় স্তরে স্তরে সজ্জিত করে সেলাই করে কাঁথা তৈরি করে থাকেন। সাধারণত পুরাতন কাপড়ের পাড় থেকে সুতা তুলে অথবা তাঁতীদের থেকে নীল, লাল, হলুদ প্রভৃতি সুতা কিনে এনে কাঁথা সেলাই করা হয়। দেশের প্রতিটি অঞ্চলেই কমবেশি নকশি কাঁথা তৈরি হয়, তবে রাজশাহী, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, জামালপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ নকশি কাঁথার জন্য বিখ্যাত। এক একটি নকশি কাঁথা সেলাইয়ের পিছনে অনেক হাসি-কান্নার স্মৃতিবিজড়িত কাহিনী থাকে। কালের বিবর্তনে এ শিল্প আজ বিলুপ্তির পথে। একটা সময় গ্রামের প্রতিটা বাড়িতেই কম-বেশি নকশিকাঁথা সেলাই হত। নতুন প্রজন্মের কাছে নকশি কাঁথার বুনন কৌশল তুলে ধরার নিমিত্ত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন তিনদিনব্যাপী (২০-২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০) নকশি কাঁথা

প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এ প্রদর্শনীতে ফাউন্ডেশনের সংগৃহীত নিদর্শন হতে ২৬টি নকশিকাঁথা এবং 'বাংলা সেলাই' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু কাঁথা প্রদর্শন করা হয়েছিল। আদি কাঁথার অনুরূপে সেলাই করা তাদের সেরা শিল্পীদের উৎপাদিত কাঁথাগুলো প্রদর্শনীতে এনে দর্শনার্থীদের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করেছিল। জামদানি মেলা ও নকশি কাঁথার প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী কারুশিল্পীদের তালিকা পরিশিষ্ট-গ তে দ্রষ্টব্য।

২.২ আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ

২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন মাধ্যমের কারুশিল্পীগণ ও ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারির ০৩ টি বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ করে। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচের টেবিলে দেখানো হলো:

টেবিল ১: আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

ক্র:নং	মেলা	ব্যাপ্তি	অংশগ্রহণকারী	ভেন্যু	আয়োজক
০১	SAARC Handicraft Exibition & Workshop 2019	৫দিন (৮-১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.)	মোঃ মানিক সরকার-পিতলের শিল্পী গিতেশ চন্দ্র- শিতলপাটি শিল্পী বরন্দ্র সুত্রধর-কাঠের পুতুল শিল্পী সঞ্জয় কুমার পাল-শখের হাঁড়ির শিল্পী দল প্রধান- পরিচালক, বালোকাফা	কাঠমুণ্ডু নেপাল	SAARC Cultural Center NEPAL
০২	The first International handicrafters festival -2019	৬ দিন (১০-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯খ্রি:)	রফিকুল ইসলাম-কাঠখোদাই শিল্পী	কোকান্ড উজবেকিস্তান	World Crafts Council UZBEKISTAN
০৩	12th International Arts & Crafts (INAC) Expo-2019	৫দিন (২০-২৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি:)	মোঃ আবু তাহের-জামদানি শিল্পী হোসনে আরা-নকশিকাঁথা শিল্পী মোঃ শামীম হাসান-পাটজাত শিল্পী পরিচালক, বালোকাফা ডিসপ্লে অফিসার, বালোকাফা উপ-সহকারী প্রকৌশলী,বালোকাফা গাইড লেকচারার-১, বালোকাফা	আবুজা নাইজেরিয়া	National Council for Arts and Cultural (NCAC), Nigeria

২.৩ কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি

দেশের ঐতিহ্যবাহী লোক কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনই বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ একটি অন্যতম কর্মসূচি। ফাউন্ডেশন তাদের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। ফাউন্ডেশন এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রথিতযশা কারুশিল্পীদের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান এবং তাঁদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বিতার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। কারুশিল্পীরাই আবহমান বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারক বাহক। তাঁরা সৃষ্টি করছে কালজয়ী শিল্পকর্ম। এ কর্মসূচি আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যেকে সমুজ্জল করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দু'টি অঞ্চলের দু'টি মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলায় শোলার কারুশিল্প, বান্দরবান জেলার ফারুক পাড়ায় কোমরতাঁত ও বাঁশজাত কারুশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের বিস্তারিত তথ্য নীচের টেবিলে দেখানো হলো।

টেবিল ২: প্রশিক্ষণ কর্মসূচির তালিকা

ক্র:নং	প্রশিক্ষকের নাম	কারুশিল্পের শ্রেণি	কারুশিল্পীর অঞ্চল	প্রশিক্ষণ স্থান	প্রশিক্ষক		প্রশিক্ষণার্থী	
					নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
০১	শংকর মালাকার নিখিল চন্দ্র মালাকার	শোলাশিল্প	মাগুরা	মাগুরা	--	০২	০৯	০১
০২	জেমস্ সাং পুই বম লাল সাং নোয়াম পুই বম	কোমরতাঁত ও বাঁশজাত শিল্প	বান্দরবান	বান্দরবান	০১	০১	০৬	০৪
সর্বমোট					০১	০৩	১৫	০৫

২.৪ লোক ও কারুশিল্পী পদক প্রদান

আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীর একটি অংশ লোকশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় ঐতিহ্য ও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারুশিল্পীদের উৎসাহিত করতে ২০১০ সাল থেকে ফাউন্ডেশন 'কারুশিল্পী পদক' প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে চলছে। পদকপ্রাপ্ত লোক ও কারুশিল্পীদের প্রত্যেককে এক ভরি ওজনের একটি স্বর্ণপদক, নগদ ত্রিশ হাজার টাকা ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশন এ পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমের মোট ১৬জন কারুশিল্পীকে পদক প্রদান করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে লোক ও কারুশিল্পীদের পদক প্রদানের জন্য কারুশিল্পী নির্বাচন কমিটি ৩টি মাধ্যম যথা (১) নকশি পিঠা, (২) বয়নশিল্প (খাদি কাপড়) ও (৩) মৃৎশিল্প (পটারি) এর কারুশিল্পী পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে এ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। এ তিন মাধ্যমে নির্বাচিত শিল্পীদের পদক ২০২০-২১ সালে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৫ গবেষণা ও প্রকাশনা

ফাউন্ডেশনের গবেষণা-প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প, লোক-সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ও অন্যান্য বিষয়ের উপর গবেষণা প্রকাশনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। ধারাবাহিক এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশন থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রকাশনার সংখ্যা ৮৫টি। আলোচ্য সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন জনাব নিসার হোসেনের সম্পাদনায় 'বাংলাদেশের মাটির পতুল ও খেলনা' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া বহু বছর পর ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'লোক ও কারুশিল্প পত্রিকা' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যার দু'টি সংখ্যা (ডিসেম্বর-২০১৯ ও জুন-২০২০) প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ ও সাময়িকীর বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:

০১. বাংলাদেশের মাটির পুতুল ও খেলনা
উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ: টিটু সাহা, মাস্টার ক্রাফটসম্যান, বিসিক
অনুলিখন: ওয়াহিদা মোমেন চৌধুরী, পাণ্ডুলিপি সম্পাদক, বাংলা একাডেমি
পুননিরীক্ষণ: অধ্যাপক নিসার হোসেন, ডিন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রকাশকাল: জুন-২০২০

০২. লোক ও কারুশিল্প পত্রিকা
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর-২০১৯

০৩. লোক ও কারুশিল্প পত্রিকা
প্রকাশকাল: জুন-২০২০

২.৬ কারুপণ্য সংগ্রহ

পুতুল বাঙালির অন্যতম প্রাচীন ঘরোয়া শিল্পকর্ম। বাংলার জনসমাজকে পুতুলের মাধ্যমে চিহ্নিত করার এক প্রবণতা সুপ্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। তাই প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে পুতুল তৈরি করা হয়ে থাকে। মায়েরা মেয়েদের খেলার জন্য কাপড় ও মাটির পুতুল বানিয়ে দেন। এলাকাভেদে পুতুলের গড়নে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আবার ঐতিহাসিক বিষয় ছাড়াও বাংলার লৌকিক ধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে পুতুল জড়িয়ে আছে। ফাউন্ডেশন প্রতি বছর লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করে থাকে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন জেলার ৫৩টি পোড়ামাটির পুতুল নিদর্শন হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত মাটির পুতুল ও খেলনার তালিকা পরিশিষ্ট-ঘ তে দ্রষ্টব্য।

২.৭ সংগৃহীত কারুপণ্যের ডকুমেন্টেশন

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে স্টোরে সংরক্ষিত দারুশিল্পের (৩৭৪টি) এবং তামা-কাঁসা-পিতলের (৫৩৫টি) কারুপণ্যের আলোকচিত্র ও তথ্য সম্বলিত ক্যাটালগ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২.৮ নিদর্শন সামগ্রীর সংরক্ষণ কাজ

লোক কারুশিল্পের সংগৃহীত নিদের্শন দ্রব্যকে যথাযথ রাখার জন্য এ বছর ৪৬টি লোকবাদ্যযন্ত্রের মেরামত সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া প্রায় ৫০৬টি নকশিকাঁথা কাঠের রোলে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

২.৯ জাদুঘরের গ্যালারি সজ্জিতকরণ

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ভবনের তৃতীয় তলার গ্যালারিতে সংগৃহীত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৯১টি মাটির পুতুল এবং ২৯টি লোকবাদ্যযন্ত্র দিয়ে ৪টি বেইজ শো-কেসে নতুনভাবে প্রদর্শন করা হয়।

২.১০ কারুশিল্পীদের অনুদান

সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ফাউন্ডেশন কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ জন অসচ্ছল কারুশিল্পীর প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

২.১১ বই ক্রয়

ফাউন্ডেশনে বাংলাদেশের লোককারুশিল্প, লোক-সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অন্যান্য বিষয়ের উপর গবেষণা প্রকাশনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ধারাবাহিক এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনে লাইব্রেরির জন্য ২৩টি নতুন বই ক্রয় করা হয় যা ফাউন্ডেশন এবং ফাউন্ডেশনে আগত গবেষক ও অন্যান্য অংশীজনের গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সংগৃহীত বইয়ের তালিকা পরিশিষ্ট-ঙ তে দ্রষ্টব্য।

২.১২ দর্শনার্থী কর্তৃক জাদুঘর পরিদর্শন

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫,৪৮,২৩৮ জন দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এর মধ্যে ২১,৬২৯ জন দর্শনার্থী ঐতিহাসিক বড় সরদার বাড়ি পরিদর্শন করেন। দর্শনার্থীদের মধ্যে ২,৪২১ জন বিদেশি দর্শনার্থী অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২.১৩ রাজস্ব খাতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

আলোচ্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনে আগত দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীদের জন্য দু'টি পাবলিক ওয়াশ-ব্লক সংস্কার, জাদুঘর ভবনের তিনটি ফ্লোরে ২১টি এসি সংযোজন, আইপি বেইজড্ সিসি ক্যামেরা সংযোজন, বৈদ্যুতিক লোড বৃদ্ধির নিমিত্ত উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সফর্মার ক্রয়, বৈদ্যুতিক ক্যাবল ও যন্ত্রাংশ ক্রয়, নতুন কারুপল্লীর বিপণন কেন্দ্রের সংস্কার ও মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.১৪ ডিজিটাল উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন

আলোচ্য বছরে তিনটি ডিজিটাল উদ্যোগ ও তিনটি ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে কারুশিল্প অনুরাগী, গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং ফাউন্ডেশন আগত দর্শনার্থীদের উন্নত সেবা প্রদান সম্ভব হবে।

২.১৪.১ কারুশিল্পী বাতায়ন

"কারুশিল্পী বাতায়ন" আবহমান গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী যে সকল লোককারুশিল্পী এই শিল্পের সাথে জড়িত তাদেরকে লোকসংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করার নিমিত্তি একটি অনলাইন ওয়েব প্ল্যাটফর্ম। ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশীয় কৃষ্টি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরা ছাড়াও নতুন প্রজন্মের লোকশিল্প বিষয়ে মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে এই প্লাটফর্মটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষক, কারুশিল্প অনুরাগী ও সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ কারুশিল্পী সম্পর্কিত সকল তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। কারুশিল্পীদের উৎপাদিত কারুপণ্য অনলাইনে বিক্রির মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং এই শিল্প বিশ্ববাজারে পরিচিত হবার নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত হবে। অনলাইন নিবন্ধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের প্রত্যান্ত অঞ্চলে থাকা কারুশিল্পীদের তথ্যভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরি করা সম্ভব হবে এবং হারিয়ে যাওয়া লোককারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অঞ্চলভিত্তিক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য কারুশিল্পী ডাটাবেইজ মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। এ ডাটাবেইজের মাধ্যমে কারুশিল্পী ও শিল্প নিয়ে গবেষণামূলক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়াও কারুশিল্পীরা "কারুশিল্পী বাতায়ন" বা ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে ফাউন্ডেশন আয়োজিত বছরব্যাপী বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

২.১৪.২ কিউ আর (QR) কোডের মাধ্যমে তথ্য প্রদান

ফাউন্ডেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য দর্শনার্থীদের কাছে সহজে তুলে ধরার জন্য ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে কিউ আর কোড স্থাপন করা হয়েছে। দর্শনার্থীগণ উক্ত কিউ আর কোড তাদের মোবাইল ফোন অথবা ট্যাবের মাধ্যমে স্ক্যান করে খুব সহজেই নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে পারবেন।

২.১৪.৩ জিপিএস নেভিগেশন ম্যাপ

জিপিএস প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের অভ্যন্তরীণ কাস্টোমাইজ নেভিগেশন ম্যাপস তৈরি করা হয়েছে। ম্যাপসটিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণের সহযোগিতা ছাড়াও দর্শনার্থীগণ ফাউন্ডেশনে বিদ্যমান জাদুঘর গ্যালারি, দর্শনীয় স্থান, নামাজের স্থান, ওয়াশরুম, মাতৃদুগ্ধ পান কর্নার, পার্কিং ময়দানের ছবিযুক্ত লোকেশন দেখতে পারবেন। দর্শনার্থীগণ অ্যান্ড্রয়েড প্লে-স্টোর থেকে Sonargaon Museum নামের মোবাইল অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নেভিগেশন ম্যাপস সেবাটি গ্রহণ করতে পারবেন।

২.১৪.৪ মাতৃদুগ্ধ পান কর্নার

লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন ভবনের নিচতলায় মা ও শিশু দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে মাতৃদুগ্ধ পান বা ব্রেস্টফিডিং কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

২.১৪.৫ বিশুদ্ধ পানি পান কর্নার

ফাউন্ডেশনে আগত দর্শনার্থীদের বিশুদ্ধ পানি পানের সুবিধার্থে লাইব্রেরি ভবন সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে পানি বিশুদ্ধ করার আধুনিক ফিল্টার এবং ওয়াটার ডিসপোজাল সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

২.১৪.৬ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহের সফ্ট কপি প্রকাশ

বাংলাদেশের লোককারুশিল্প, লোক-সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের চাহিদা বিবেচনায় ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ৪৭ টি গ্রন্থসমূহের সফ্ট কপি তৈরি করে ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা পরিশিষ্ট-চ তে দ্রষ্টব্য।

২.১৫ প্রশাসনিক কার্যক্রমসমূহ

২.১৫.১ বোর্ড সভা

আলোচ্য বছরে ১৩ নভেম্বর ২০১৯, ১৪ জানুয়ারি ২০২০ ও ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ পরিচালনা বোর্ডের তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম গতিশীল করাসহ এবং এর উন্নয়নে মোট ৫১টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.১৫.২ মাসিক সমন্বয় সভা

আলোচ্য বছরে ১০টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ফাউন্ডেশনের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম জোরদার করার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, কর্ম-পরিকল্পনা এবং বার্ষিক প্রকিউমেন্ট পরিকল্পনা, শুদ্ধাচার পরিকল্পনার আলোকে প্রত্যেকের করণীয় নির্দিষ্ট করে কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয় এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.১৫.৩ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

আলোচ্য বছরে নিরাপত্তা অফিসার জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেন এবং তত্ত্বাবধায়ক জনাব মো: আশরাফুল আলম নয়নকে শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে একটি সার্টিফিকেট ও এক মাসের মূল বেতন প্রদান করা হয়।

২.১৫.৪ নিয়োগ ও অবসর গ্রহণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে পরিচালকের একান্ত সহকারী জনাব মোঃ সরোয়ার হোসেনকে অবসর গ্রহণ করেছেন উচ্চমান সহকারী জনাব মোঃ আজহার আলী, মিউজিয়াম এটেনডেন্ট মোছা: নাসরিন আক্তার, গার্ড জনাব তাজউদ্দিন আহম্মেদ।

২.১৫.৫ পুরনো নথি বিনষ্টকরণ ও অকেজো মালামাল নিলামকরণ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি কোনো পুরাতন নথি বিনষ্ট করা হয়নি। এতে করে অফিসের বিভিন্ন কক্ষ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পরেছিল সে প্রেক্ষিতে সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ অনুযায়ী ২০১৯ সালে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নথি বিনষ্ট করা হয়। সেই সাথে ফাউন্ডেশনের পুরাতন অকেজো মালামাল টেণ্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিলাম করা হয়। বিনষ্টকৃত নথি এবং অকেজো নিলামকৃত মালামালের তালিকা যথাক্রমে পরিশিষ্ট-ছ ও জ তে দ্রষ্টব্য।

২.১৫.৬ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকার প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য বছরে কমপক্ষে ৫০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে। কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন এবং কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের তালিকা পরিশিষ্ট-ঝ তে দ্রষ্টব্য।

২.১৫.৭ বাজেট ও প্রকৃত আয়-ব্যয়

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের বাজেট প্রাক্কলন ছিল ৭ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত আয় হয় ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ। আলোচ্য অর্থবছরে সর্বমোট ব্যয় হয় ৭ কোটি ৫৬ লক্ষ। আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব পরিশিষ্ট-ঞ তে দ্রষ্টব্য। প্রসংজ্ঞত উল্লেখ্য করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

৩.০ ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা

৩.১ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের বিকাশে একটি দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। সকল অংশীদারদেরর সাথে আলোচনাক্রমে জাতীয় পর্যায়ের জন্য পরিকল্পনা দলিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০৪১ এবং Sustainable Development Goals এর আলোকে দশ বছর মেয়াদী একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের রূপকল্প অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে প্রস্তুতকৃত উক্ত কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৩.২ কারুশিল্পী জরিপ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন 'কারুশিল্প' ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের উন্নয়নে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কারুশিল্পীদের বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার না থাকায়, ফাউন্ডেশন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে পারছে না। কারুশিল্পীদের উপর একটি জরিপ করার বিষয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে এবং জরিপের অর্থায়নের জন্য জাপানি সাহায্য সংস্থা জাইকাতে একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.৩ গবেষণা ও প্রকাশনা

ফাউন্ডেশনের অন্যতম কাজ গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রমকে জোরদার করা গবেষণার জন্য কিছু লেখকের লেখা নিয়ে প্রতি বছর লোকশিল্প পত্রিকার জুন ও ডিসেম্বর সংখ্যা প্রকাশসহ কমপক্ষে দু'টি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান, তাই প্রতি বছর লোক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অন্যান্য বিষয়ের উপর গবেষণা প্রকাশনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশন এ পর্যন্ত ৮৫টি প্রকাশনা প্রকাশ করছে।

৩.৪ কারুপণ্য বিপণন চত্বর চালুকরণ

ফাউন্ডেশন চত্বরে ৪৮ টি স্টলের সমন্বয়ে নির্মিত কারুপণ্য বিপণন চত্বরের স্টলগুলো বরাদ্দকরণের কাজ চলছে। বরাদ্দ শেষ করে শুধুমাত্র বাংলাদেশি কারুপণ্যের একক বিপণন কেন্দ্র হিসেবে চত্বরটি চালু করা হবে।

৩.৫ কারুমেলাকে নতুন রূপদান

ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসব্যাপী লোক ও কারুমেলায় শুধুমাত্র দেশীয় কারুপণ্য দিয়ে সজ্জিতকরণ এবং বিপণনের ব্যবস্থা করা হবে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে আগামী কারুপণ্যের মেলায় শুধুমাত্র দেশীয় খাবারের স্টল বরাদ্দ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৬ কার্য-সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন

ফাউন্ডেশনে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন আর্থিক ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও প্রকাশনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে নীতিমালা না থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অহেতুক সময়ক্ষেপণ হয় বা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ প্রেক্ষিতে গবেষণা ও প্রকাশনা নীতিমালা, কারুপণ্য পদক ও আজীবন সম্মাননা প্রদান নীতিমালা, আর্থিক বিধি-বিধান আগামী বছর চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৭ চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

ফাউন্ডেশনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রায় ১৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন বছর মেয়াদী 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ' প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। প্রকল্পে আলোচ্য বছরে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সয়েল টেস্ট, পাঁচটি টেস্ট পাইলের ঢালাই, জনবল নিয়োগ, গাড়ি, আসবাবপত্র ও প্রযুক্তি সরঞ্জাম ক্রয়সম্পন্ন হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ভৌত কাজের টেন্ডার মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কাজ মন্ত্রিসভা কমিটিতে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

৩.৮ জীবন্ত কারুগ্রাম প্রকল্প

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পানাম নগরীর মধ্যবর্তী কম-বেশি ৩ একর জমি অধিগ্রহণ করে একটি জীবন্ত কারুগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন সিদ্ধান্ত পরিচালনা বোর্ডের ১২০তম সভায় গৃহীত হয়। সে মতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.৯ বড় সরদার বাড়ি সজ্জিতকরণ

ঐতিহাসিক বড় সরদার বাড়ি সজ্জিতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর নেতৃত্বে এ সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন নিদর্শন দ্বারা বড় সরদার বাড়ি সজ্জিত করার পর তা দর্শকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

৩.১০ নতুন প্রকল্প

'বাংলাদেশ লোককারুশিল্প গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সহায়তা' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অদক্ষ কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, গুণগত মানসম্পন্ন কারুপণ্য তৈরিতে উৎসাহ প্রদান লোককারুশিল্পের উপর গবেষণা প্রকাশনা ও প্রদর্শনী আয়োজনের উদ্দ্যেশ্যে গৃহীত প্রকল্পটির সম্ভাব্য ব্যয় আনুমানিক ১৬.১০ (ষোল কোটি দশ লক্ষ) লক্ষ টাকা। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- জাদুঘর ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আরও অধিক সংখ্যক ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশল্পের নিদর্শন দ্রব্যের প্রদর্শন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা;
- ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণের মাধ্যমে সুবিধা বৃদ্ধি করে অধিক সংখ্যক দর্শনার্থীর ফাউন্ডেশন পরিদর্শন নিশ্চিত করা;
- ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ, গবেষণা, ডকুমেন্টেশন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার্থে অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
- লোক ঐতিহ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে দর্শনার্থী বৃদ্ধির হার (৫০%) বাড়িয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি;
- প্রশাসনিক কার্যক্রমের স্থান সংকুলানজনিত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ।

৩.১১ কারুপণ্যের বাজারজাতকরণ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। এ কার্যক্রমে কারুশিল্পীদের শিল্পকর্ম বাজারজাতকরণের নিমিত্ত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পর্যটন কর্পোরেশনের বিপণন কর্নারে লোক ও কারুশিল্পের প্রদর্শন ও বিশ্ববাজারে বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় কারুশিল্পীদের তৈরি কারুপণ্যের পরিচিতি তুলে ধরার নিমিত্ত কারুশিল্পী বাতায়নে অনলাইন মার্কেট প্লেস শিরোনামে কারুপণ্যের বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ক

লোককারুশিল্প মেলায় ২০২০ এ অংশগ্রহণকারী কারুশিল্পীর তালিকা

ক্র:নং	শিল্পীর নাম	শ্রেণী	জেলা	ক্র:নং	শিল্পীর নাম	শ্রেণী	জেলা
০১	সুশান্ত কুমার পাল সঞ্জয় কুমার পাল	মৃৎশিল্প (শখের হাঁড়ি)	রাজশাহী	১৭	হোসনে আরা বেগম আসমা আক্তার	নকশিকাঁথা শিল্প	নারায়ণগঞ্জ
০২	মৃত্যুঞ্জয় কুমার পাল সুধন্য চন্দ্র দাস	শখের হাঁড়ি সরাচিত্র	রাজশাহী নারায়ণগঞ্জ	১৮	মোঃ রমজান আলী শিউলী আক্তার	শতরঞ্জি শিল্প	রংপুর
০৩	সুনীল চন্দ্র পাল আরতী রানী পাল	মৃৎশিল্প (পোড়ামাটির পুতুল)	কিশোরগঞ্জ	১৯	আনোয়ার হোসেন বিউটি বেগম	শতরঞ্জি শিল্প	রংপুর
০৪	বিপদহরী পাল বসন্ত রানী পাল	মৃৎশিল্প	ঢাকা	২০	সবিতা রানী মোদী কৃষ্ণ চন্দ্র মোদী	শীতলপাটি শিল্প	মুন্সিগঞ্জ
০৫	সুবোধ কুমার পাল সজিব কুমার পাল	মুখোশ শিল্প	রাজশাহী	২১	গিতেশ চন্দ্র দাস হরেন্দ্র চন্দ্র দাস	শীতলপাটি শিল্প	মৌলভীবাজার
০৬	পরেশ চন্দ্র দাস রাজকুমার দাস	বাঁশ ও বেতশিল্প	নারায়ণগঞ্জ	২২	মোঃ কাইফু মোর্শেদা আক্তার	পাটজাত শিল্প	রংপুর
০৭	গলিবলা অবিনাশ রায়	বাঁশ ও বেতশিল্প	ঠাকুরগাঁও	২৩	একাব্বর হোসেন ফিরোজা বেগম	পাপোশ শিল্প	নীলফামারী
০৮	মনোয়ারা বেগম বাপ্পারাজ উদ্দিন	পাখাশিল্প	চট্টগ্রাম	২৪	সাহিফা জাহান মায়া আব্দুর রহিম	পাটজাত শিল্প	নারায়ণগঞ্জ
০৯	শংকর মালাকার নিখিল চন্দ্র মালাকার	শোলাশিল্প	মাগুরা	২৫	আলেয়া আক্তার সুলতানা বেগম	নকশিকাঁথা	নারায়ণগঞ্জ
১০	বাদল মালাকার বাসন্তী সূত্রধর	কাগজ শিল্প পাখাশিল্প	নওগাঁ নারায়ণগঞ্জ	২৬	রেহানা বেগম আনোয়ারা	মনিপুরী তাঁত	সিলেট
১১	নয়ন চন্দ্র মালাকার তপন মালাকার	শোলাশিল্প	নওগাঁ	২৭	দ্বীপন বিশ্বাস সুকান্ত বিশ্বাস	লৌহজাত শিল্প	নারায়ণগঞ্জ
১২	বীরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর দ্বিপালী রানী সূত্রধর	কাঠের হাতিঘোড়া কারুশিল্প	নারায়ণগঞ্জ	২৮	মানিক সরকার মাইনুদ্দিন সরকার	তামা-কাঁসা-পিতল	কুমিল্লা
১৩	আসুতোষ চন্দ্র সূত্রধর সন্ধ্যা রানী সূত্রধর	কাঠের হাতিঘোড়া কারুশিল্প	নারায়ণগঞ্জ	২৯	নমিতা চক্রবর্তী রতন পাল	পটচিত্র	দিনাজপুর রাজশাহী
১৪	আউয়াল মোল্লা রফিকুল ইসলাম	কাঠের কারুশিল্প	নারায়ণগঞ্জ	৩০	অনুপম নাগ অমল চন্দ্র দত্ত	শঙ্খশিল্প ঝিনুক শিল্প	ঢাকা বরিশাল
১৫	জেমস সাং পুই বম লাল সাং পুই বম	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বস্ত্রশিল্প	বান্দরবান	৩১	মোঃ শাজাহান মিয়া মোঃ তারেক	বাঁশ-বেত শিল্প	টাঙ্গাইল
১৬	মোহাম্মদ আলী রীনা বেগম	জামদানি শিল্প	নারায়ণগঞ্জ	৩২	লাকী ইমরান আবুল হোসেন	পাটজাত একতারা	নারায়ণগঞ্জ

পরিশিষ্ট-খ

লোকজ উৎসবের বিবরণ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১৪ জানুয়ারি মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২০ এর শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কেএম খালিদ এমপি, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড.আহমেদ উল্লাহ। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা, মাননীয় সংসদ সদস্য, নারায়ণগঞ্জ-০৩ এবং ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি, সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ এবং অত্র এলাকার রাজনৈতিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উৎসব চলাকালীন বিশেষ অনুষ্ঠানমালা

লোকজীবন প্রদর্শনী: ফাউন্ডেশনের মেলা চত্বর এবং ডকুমেন্টেশন ভবনের সম্মুখভাগে প্রতিবছর লোকজীবন প্রদর্শনীর জন্য নির্ধারিত থাকে। শিক্ষার্থীরা বিষয় ভিত্তিক সাজসজ্জার মাধ্যমে অভিনয় করে গ্রাম্য সালিশ, কনে দেখা, গায়ে হলুদ, কাজীর বিয়ে পড়ানো, পালকিতে বরযাত্রা, পৌষপার্বণ, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলো দর্শনার্থীদের মাঝে প্রদর্শন করে থাকে। এতে করে আগত দর্শনার্থীরা গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন উৎসব ও পার্বণগুলোর স্মৃতি ফিরে পায়। এ সকল অনুষ্ঠানে সোনারগাঁও অঞ্চলের স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে থাকে।

গ্রামীণ খেলা: কালের বিবর্তনে আজ হারিয়ে যেতে বসেছে অনেক কিছুই। একটা সময় ছিল, যখন গ্রাম-গঞ্জের শিশু,কিশোর ও যুবকরা পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন খেলাধুলা আর দুরন্তপনায় মেতে থাকতো। কিন্তু বর্তমান প্রতিযোগিতার সময়ে এসে মাঠ-বিল-ঝিল হারিয়ে যাওয়ায়, হারিয়ে যেতে বসেছে এসব জনপ্রিয় গ্রামীণ খেলা। এসব খেলাধুলা একসময় আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করত। গ্রামবাংলার খেলার মধ্যে যেসব খেলা হারিয়ে গেছে তার মধ্যে হা-ডু-ডু, কাবাডি, দাঁড়িয়াবান্ধা, ডাংগুলি, গোল্লাছুট, গোশত চুরি, কুতকুত, হাঁড়িভাঙাসহ নাম ভুলে যাওয়া হরেক রকম খেলা। প্রতি বছর ফাউন্ডেশন লোককারু শিল্প মেলায় এ সকল হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলার মধ্য থেকে যেমন এলাডিং বেলাডিং, কানামাছি ভোঁ ভোঁ, বৌচি, গোল্লাছুট, রুমাল চুরি, কপাল টোক্কা, ইত্যাদি খেলার আয়োজন করে থাকে ।

পালাগান: কাহিনীমূলক লোকগীতি অর্থাৎ কোনো একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে কীর্তনের ঢঙে যে গান পরিবেশিত হয়, তা-ই পালাগান। মূল গায়েন বা বয়াতী থাকেন একজন, তিনিই দোহারদের সহযোগিতায় গান পরিবেশন করেন এবং বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন। পালাগান কাহিনীমূলক হওয়ায় কথোপকথন আকারে পরিবেশিত হয় পালাগানের উৎসভূমি ময়মনসিংহ।

পুঁথিপাঠ: প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল সাহিত্যকেই পুঁথিসাহিত্য বলা হয়। এক সময় গ্রামের মানুষের বিনোদন ও শিক্ষার মাধ্যম ছিল এই পুঁথিপাঠ। সন্ধ্যায় বাড়ির উঠানে জড়ো হয়ে সবাই এই পাঠ শুনত। বর্তমান প্রজন্ম পুঁথিপাঠের সাথে পরিচিত নয়। তাই ফাউন্ডেশন প্রতি বছর নতুনের মাঝে পুরাতনের পরিচয় করে দেবার জন্য লোককারুশিল্প মেলায় এ পুঁথিপাঠের আয়োজন করে থাকে।

পুতুল নাচ: "নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে/ নাচাও তেমতি তুমি অর্ব্বাচীন নরে"। দুই বাংলায় প্রচলিত একটি প্রাচীন ঐতিহ্য পুতুল নাচ। গ্রামীণ জনপদে আবাল-বৃদ্ধ বনিতার বিশেষ করে শিশুদের বিনোদনে পুতুল নাচের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পতুল নাচ গ্রামীণ মেলাগুলোর অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। পুতুল নাচ পরিবেশনকারী কল্পকথাগুলো সাজিয়ে ছোট ছোট গল্প বলে পতুল নাচ পরিবেশন করেন এবং হরেক রকম গান পরিবেশন করে, এতে করে শিশুরা অধিকতর আনন্দ উপভোগ করে থাকে। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে পুতুল নাচ আবহমান গ্রামবাংলার জনপদের এক প্রাচীন ঐতিহ্য। আধুনিক ও ইন্টারনেটের এই যুগে এসেও পুতুল নাচের যে চিরায়ত আবেদন মানুষের মাঝে রয়ে গেছে। তাই বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতি বছর লোককারু শিল্প মেলায় পুতুল নাচের আয়োজন করে থাকে।

সঙ: মেলায় আগত শিশুদের আনন্দের অন্যতম উপাদান সঙ। এরা শিশুদের বিনোদনের মাত্রা অধিকতর বাড়িয়ে দেয়। এদের পোশাক হরেক রঙের এবং আলখাল্লা হয়ে থাকে। মেলায় সারাক্ষণ এরা বিভিন্ন রকম মূকাভিনয় এবং অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে, কখনও গান, কখনও নৃত্য পরিবেশন করতে থাকে তাদের আপন ভঙ্গিমায়। বর্তমানে যে দু'জন আছে তাদের নাম সলেমান ও আব্দুর রহমান।

সমাপনী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-২০২০ এর সমাপনী দিনে দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে লোকজ উৎসবে অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীদের সম্মাননা সনদ এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। মাসব্যাপী মেলার বিশেষ আকর্ষণে বাংলাদেশের ১৭টি জেলার ২১টি মাধ্যমের ৬৪ জন কারুশিল্পীর কর্মপরিবেশনে ৩২ টি স্টলে পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের সৃজনশীল প্রদর্শনী পর্যটকগণের কাছে উপস্থাপন করা হয়। হরেক রকমের মিষ্টান্ন- যেমন খই, মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা, কদমা, জিলিপি, রসগোল্লা, চমচম, খাগড়াই, দানাদার ইত্যাদি, তাই কিছু বেচাকেনা ও বিনোদনের বাড়তি আকর্ষণের জন্য ১৮টি খাবার ও মিষ্টির স্টলে বিক্রেতাগণ সাজিয়েছিল।

পরিশিষ্ট-গ

জামদানি মেলা ও নকশিকাথাঁ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের তালিকা

ক্র:নং	জামদানি শিল্পীর নাম	ক্র:নং	জামদানি শিল্পীর নাম
০১	শাহ আলম মিয়া	১১	শাহদাত হোসেন
০২	মোঃ মজিবুর রহমান	১২	মোঃ আহম্মদ আলী
০৩	মোঃ রুস্তম আলী	১৩	ইলিয়াস মিয়া
০৪	আব্দুল জব্বার	১৪	মোঃ কবির হোসেন
০৫	এলেম মিয়া	১৫	মোঃ আলী আকবর
০৬	ফাইজুল ইসলাম	১৬	মোঃ ইব্রাহীম মিয়া
০৭	মোঃ আবুল খায়ের	১৭	মোঃ ওসমান গণি
০৮	মোঃ জামাল হোসেন	১৮	মোঃ ইকবাল হোসেন
০৯	মোঃ সোহেল প্রধান	১৯	মোঃ আবুল কালাম
১০	মোঃ সাইফুল	২০	মোঃ আবু তাহের

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে থাকা ২৬টি নকশিকাঁথা এবং বাংলা সেলাই নামক প্রতিষ্ঠানের নকশিকাঁথা প্রদর্শনী আয়োজন করে।

পরিশিষ্ট-ঘ

সংগৃহীত মাটির পুতুল ও খেলনার তালিকা

কারুশিল্পীর নাম	কারুশিল্পীর অঞ্চল	নিদর্শনের নাম	সংখ্যা
ভূপেন্দ্র পাল	কিশোরগঞ্জ	মাটির পুতুল	০৪টি
সুনীল চন্দ্র পাল	কিশোরগঞ্জ	মাটির পুতুল	০২টি
কানন বালা পাল	কিশোরগঞ্জ	মাটির পুতুল	০২টি
মিলন চন্দ্র পাল	কুড়িগ্রাম	মাটির পুতুল	০২টি
রঞ্জনা রানী সরকার	কুমিল্লা	মাটির পুতুল	০২টি
অরুন বাশী রুদ্র	কক্সবাজার	মাটির পুতুল	০২টি
সন্ধ্যা রানী পাল	কুষ্টিয়া	মাটির পুতুল	০২টি
বিষকা রানী পাল	কুষ্টিয়া	মাটির পুতুল	০২টি
দ্বীপক চন্দ্র পাল	খুলনা	মাটির পুতুল	০১টি
পুলিন চন্দ্র পাল	গাইবান্ধা	মাটির পুতুল	০১টি
গোপীনাথ পাল	গাজীপুর	মাটির পুতুল	০২টি
পার্থ পাল	গোপালগঞ্জ	মাটির পুতুল	০২টি
টিটু কুমার পাল	চট্টগ্রাম	মাটির পুতুল	০৩টি
সীমা রানী চন্দ্র	চট্টগ্রাম	মাটির পুতুল	০২টি
মনীন্দ্র কুমার রুদ্র	চট্টগ্রাম	মাটির পুতুল	০২টি
ফরুপাল	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মাটির পুতুল	০২টি
বাবুল পাল	চাঁদপুর	মাটির পুতুল	০১টি
শ্রীমতি রেনুকা রানী অধিকারী	চুয়াডাঙ্গা	মাটির পুতুল	০১টি
সুভাষ চন্দ্র পাল	জামালপুর	মাটির পুতুল	০২টি
শ্রীমতি মিলন রানী পাল	জয়পুরহাট	মাটির পুতুল	০৫টি
গোবিন্দ চন্দ্র পাল	ঝালকাঠি	মাটির পুতুল	০১টি
প্রফুল্ল পাল	ঝিনাইদহ	মাটির পুতুল	০৪টি
রেনু বালা পাল	টাঙ্গাইল	মাটির পুতুল	০৬টি
		সংগৃহীত নিদর্শন সংখ্যা	৫৩ টি

পরিশিষ্ট-৬

সংগৃহীত বইয়ের তালিকা

ক্র:নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	বাংলাদেশের মেলা কারুপল্লী	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
০২	জামদানি নকশা	সংগ্রহ ও সম্পাদনা সমর মজুমদার
০৩	বাংলাদেশের মেলা (৩য় সংস্করণ)	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
০৪	CANE AND BAMBOO CRAFTS	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা
০৫	বাংলাদেশের মেলা (২য় সংস্করণ)	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
০৬	হারামনি (প্রথম খণ্ড)	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
০৭	হারামনি (দ্বিতীয় খণ্ড)	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
০৮	হারামনি (তৃতীয় খণ্ড)	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
০৯	হারামনি (চতুর্থ খণ্ড)	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
১০	হারামনি (পঞ্চম খণ্ড)	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
১১	হারামনি (ষষ্ঠ খণ্ড)	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
১২	হারামনি (অষ্টম খণ্ড)	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
১৩	হারামনি (নবম খণ্ড)	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
১৪	হারামনি (দশম খণ্ড)	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
১৫	হারামনি (একাদশ খণ্ড)	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
১৬	হারামনি (দ্বাদশ খণ্ড)	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
১৭	হারামনি (ত্রয়োদশ খণ্ড)	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
১৮	FOLKLORE	Wakil Ahmed -Asiatic Sciety of Bangladesh-2007
19	LIVING TRADITIONS	Henry Glassie, Firoz Mahmud- Asiatic Sciety of Bangladesh-2007
20	FOLKLORE in the urbancontext	Shamsuzzaman Khan Firoz Mahmaud বাংলা একাডেমি-২০১৬
21	ART AND CRAFTS	Lala Rukh Selim- Asiatic Society of Bangladesh-2007
22	Social change and folklore	Shamsuzzaman Khan Firoz Mahmaud বাংলা একাডেমি -২০১৭
23	Bangla Academy the folk Heritage museum	SHANIDA KHATUN-Firoz Mahmud-2017 বাংলা একাডেমি -২০১৭

পরিশিষ্ট-চ

ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদানকৃত প্রকাশনার তালিকা

ক্র:নং	বইয়ের নাম
১	A VISITOR`S GUIDE TO THE SONARGAON
২	A VISITOR`S GUIDE TO THE SONARGAON
৩	BANGLADESH FOLK ART & CRAFTS FOUNDATION
৪	HISTORICAL SONARGAON
৫	Historical Sonargaon
৬	ঐতিহাসিক সোনারগাঁ
৭	কারুময় ফ্রেম প্রদর্শনী ও সেমিনার
৮	কারুশিল্পীদের তালিকা
৯	তুমিই তো বাংলাদেশ শেখ হাসিনা
১০	নদীপাড়ের বিলুপ্তপ্রায় লোক ও কারুশিল্প
১১	মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব
১২	প্রতিবেদন লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব
১৩	প্রতিবেদন লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব
১৪	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
১৫	বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র
১৬	বাংলাদেশের কারুশিল্পী ও শিল্পকর্ম
১৭	বাংলাদেশের গৌরবগাঁথা আমাদের এই নকশিকাঁথা
১৮	বাংলাদেশের লোকশিল্প
১৯	বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯
২০	ভালোবাসার তামা-কাঁসা-পিতল
২১	মানবতার মা শেখ হাসিনা
২২	মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-২০০৯
২৩	লোক ঐতিহ্য
২৪	লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-৯৬
২৫	লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-৯৭
২৬	লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-৯৮
২৭	লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-৯৯
২৮	লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-২০০১
৩০	লোককবিতায় বঙ্গবন্ধু (প্রথম পর্ব)
৩১	লোককবিতায় বঙ্গবন্ধু (দ্বিতীয় পর্ব)
৩২	লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-২০০২

৩৩	লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৩
৩৪	লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১৯৯৩
৩৫	লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১৯৯৪
৩৬	লোকশিল্প
৩৭	লোকশিল্প প্রবন্ধ
৩৮	লোকশিল্প জাদুঘর, সোনারগাঁও
৩৯	লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১
৪০	লোকশিল্পের নির্বাচিত প্রবন্ধ
৪১	লোকসংস্কৃতি
৪২	লোকসংস্কৃতির স্বরূপ
৪৩	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
৪৪	সোনারগাঁও জাদুঘর গাইড
৪৫	সোনারগাঁও জাদুঘর গাইড-২
৪৬	সোনারগাঁও জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ ও ২০১৭
৪৭	স্মরণিকা শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর উদ্বোধন

নথি পরিশিষ্ট-ছ

বিনষ্টকৃত নথির তালিকা

ক্রমিক	নথির শ্রেণি	নথির সংখ্যা
০১	(গ) শ্রেণির নথি	৪১০টি
০২	(ঘ) শ্রেণির নথি	২৮৪টি
০৩	শ্রেণি ব্যতীত নথি	১৪টি
	সর্বমোট	৭০৮টি

পরিশিষ্ট-জ

অকেজো ও নিলামে বিক্রয়কৃত মালামালের তালিকা

ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
০১	কম্পিউটার সরঞ্জামাদি	০৯ টি
০২	ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি	১০৭ টি
০৩	ইলেকট্রিক তার	১০০ গজ
০৪	স্টীল ভাঙ্গারী	১৫ কেজি
০৫	প্লাস্টিক ভাঙ্গারী	২০ কোজ
০৬	টিন	৬০ কেজি
০৭	কাঠ (খুচরা)	৪০ মন
০৮	আসবাবপত্র (কাঠ, স্টিল,ফাইবার)	২১৪ টি
০৯	স্যানিটারি সরঞ্জামাদি (সিরামিক ও প্লাস্টিক)	০৪ টি
১০	লৌহজাত	১১ টি
১১	মেলায় ব্যবহৃত ও প্রদর্শনীর অনুপযোগী মালামাল	৭৬ টি
১২	অন্যান্য	২০০ টি

পরিশিষ্ট-ঝ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের তালিকা

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারি	সময়কাল	প্রশিক্ষণ স্থান/আয়োজক
০১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষণ	২৭.০৭.২০১৯ খ্রি:	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ	দিনব্যাপী	ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষ
০২	ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ	১৮.১০.২০১৯ খ্রি:	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ	দিনব্যাপী	ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষ
০৩	নথি উপস্থাপন ও সংরক্ষণ	২৩.১২.২০১৯ খ্রি:	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ	দিনব্যাপী	ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষ
০৪	সিটিজেন চার্টার ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	১৮.০১.২০২০ খ্রি:	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ	দিনব্যাপী	ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষ
০৫	ই-নথি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৩১.০১.২০২০ খ্রি:	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ	দিনব্যাপী	ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষ
০৬	Intangible Cultural Heritage Inventorying	২২.০৯.২০১৯ খ্রি:	ডিসপে অফিসার গাইড লেকচারার-১	তিনদিনব্যাপী	আমারি, ঢাকা
০৭	ই-জিপি (ই-টেন্ডার) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৩.০৭.২০১৯ খ্রি:	উপসহকারী প্রকৌশলী ভারপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক নি:স:কা: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	তিনদিনব্যাপী	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৮	উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা	০৬.০৯.২০১৯ খ্রি:	নিরাপত্তা কর্মকর্তা তত্ত্বাবধায়ক	দুইদিনব্যাপী	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৯	ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২৬.০৭.২০১৯ খ্রি:	রেজিস্ট্রেশন অফিসার উচ্চমান সহকারী অভ্যর্থনাকারী	দিনব্যাপী	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট-এঙ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আয় ও ব্যয়ের প্রতিবেদন

আয় (টাকা)		ব্যয় (টাকা)	
সরকারি অনুদান	৪,২৭,০০,০০০	কর্মকর্তা ও কর্মচারির বেতন	১,২৫,৯৯,৭৬৯
প্রধান গেইটের প্রবেশ ফি	২,১৮,৭৯,৫৩০	আনসার ও দৈনিক ভিত্তিক কর্মচারিদের বেতন	৭৮,৪০,৫৬১
মেলার স্টল বরাদ্দ	৩৬,৭৬,৫৬৯	ভাতাদি	৯৯,৩৭,৬৬৫
আবাসিক ভবন হতে প্রাপ্ত ভাড়া	৯,৭৩,২৭৯	পেনশন ও আনুতোষিক	১,৪৮,০১,৫৩১
বড় সরদার বাড়ির প্রবেশ ফি	২২,৩০,৩০০	মটরযান, আসবাবপত্র, কম্পিউটার	৪,৮১,১১৫
ইজারা	১৪,৭৬,৭৩২	অনাবাসিক ভবন ও অন্যান্য ভবন	৩৭,০৩,২০৯
কারুপল্লীর স্টল ভাড়া	৯,৫৩,২০০	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জমাদি	৭৩,৬২,২৫৯
বিবিধ	২২,২০,০১৪	গ্যাস জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও পৌরকর/চার্জ	৪১,৬২,৫৪৮
		উৎসব/অনুষ্ঠানাদি	৬১,৩৬,৭৬৯
		সম্মানী, আপ্যায়ন	৭,৯৩,৩৭৯
		মনোহারী, পোশাক, ভ্রমণ ব্যয় ও বিজ্ঞাপন	১২,১০,৬৫০
		উন্নয়ন ও অন্যান্য ব্যয়	৬৫,৬৫,৪০৪
মোট আয়	৭,৬১,০৯,৬২৪	মোট ব্যয়	৭,৫৫,৯৪,৮৫৯

** ব্যয় অতিরিক্ত আয় ৫,১৪,৭৬৬

** সরকারি অনুদানের অব্যয়িত অর্থ ৩,২৮,৮৪৫.০০ টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। ব্যয় অতিরিক্ত আয়ের অবশিষ্ট অর্থ পরবর্তী অর্থবছরের বাজেটের অন্তভুর্ক্ত করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ট আলোকচিত্র

লোকজ উৎসব ২০২০ এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এম.পি, মাননীয় সাংসদ জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা ও জনাব অসীম কুমার উকিল মেলা পরিদর্শন করছেন

কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২০ এ কর্মরত শখের হাঁড়ি শিল্পী সুশান্ত পালের প্রদর্শনী

লোকজ উৎসব-২০২০ এ কর্মরত নকশি হাতপাখা শিল্পী বাসন্তী রানী সূত্রধর

লোকজ উৎসব ২০২০-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লোকগান পরিবেশন করছেন শিল্পী শফি মণ্ডল

মাসব্যাপী লোকজ উৎসব ২০২০-এ লোকগান পরিবেশন করছেন শিল্পী কুদ্দুস বয়াতী

দর্শনার্থীরা লোকজ উৎসব ২০২০-এ কর্মরত কারুশিল্পীদের কর্মময় প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন

নেপালের কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত SAARC HANDICRAFT EXHIBITION & WORKSHOP 2019-NEPAL প্রদর্শনীতে ফাউন্ডেশন পরিচালক ও কারুশিল্পীগণ

উজবেকিস্তানের কোকান্ডায় The first International handicrafters festival of -2019

নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজাতে অনুষ্ঠিত 12th International Arts & Crafts Council (INAC)2019 প্রদর্শনীতে মান্যবর হাই কমিশনার শামীম আহসানসহ ফাউন্ডেশন ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ

কারুশিল্পের রূপবৈচিত্র ও বিপণন বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকৃত কারুশিল্পীদের একাংশ এবং কারুশিল্প বিশেষজ্ঞগণ

বান্দরবানে কারুশিল্পী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণরত কোমরতাঁত ও বাঁশজাত শিল্পের প্রশিক্ষণার্থীগণ

মাগুরার কারুশিল্পী প্রশিক্ষণে শোলাশিল্পে কর্মরত প্রশিক্ষণার্থীগণ

জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে শিশুদের সাথে মাননীয় সাংসদ
জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন এবং হাতের সুন্দর লেখা প্রতিযোগিতায়
বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান

লোকজ উৎসব ২০২০ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে কারুশিল্পীদের ক্রেস্ট প্রদান করছেন
জয়নুলপুত্র স্থপতি মঈনুল আবেদিন ও অতিথি ফকির আলমগীর

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছেন ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জয়নুল ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন শিল্পী হাসেম খান, জয়নুল পুত্র স্থপতি মঈনুল আবেদিন ও ফাউন্ডেশনের পরিচালক

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার একাংশ

বড় সরদার বাড়ি পরিদর্শন করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক

বড় সরদার বাড়ি পরিদর্শনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও ArcAsia এর আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

OIC প্রতিনিধিকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান

ভারতীয় কোস্টগার্ডের মহাপরিচালক Krishnaswamy Natarajan PTM
এর ফাউন্ডেশন পরিদর্শন

ঐতিহাসিক বড় সরদার বাড়ি পরিদর্শন করছেন ইয়াং ওয়ান করপোরেশনের
চেয়ারম্যান মি. কিহাক সাং এবং অন্যান্যরা

ঐতিহাসিক বড় সরদার বাড়ি পরিদর্শনশেষে ফটোসেশনে OIC
প্রতিনিধি ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের ১১৯ তম সভায়
মাননীয় সভাপতি ও সম্মানিত সদস্যগণ

ফাউন্ডেশনের মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করছেন পরিচালক
ড. আহমেদ উল্লাহ

বড় সরদার বাড়ির ডিসপ্লে বিষয়ক কমিটির সভাশেষে সম্মানিত সদস্যগণের সাথে
ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

পদকের জন্য কারুশিল্পী নির্বাচন কমিটির সভাশেষে সম্মানিত সদস্যগণের সাথে ফাউন্ডেশনের পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ

কারুপণ্য বিপণন চত্বরের স্টল বিতরণ কমিটির সভাশেষে সম্মানিত সদস্যগণের সাথে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের পোড়ামাটির পুতুল সংগ্রহ করছেন ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিত্ব

ফাউন্ডেশনের বড় সরদার বাড়ির পুকুরে মৎস্য অবমুক্ত করছেন বড় সরদারবাড়ি রেস্টোরেশনের মূল স্থপতি এশিয়া প্যাসেফিক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. আবু সাইদ এম আহমেদসহ কর্মকর্তাবৃন্দ

২০১৯-২০২০ সালে পেনশন ও পিআরএল এ যাওয়া কর্মচারিবৃন্দের সাথে পরিচালক

দাপ্তরিক কাজের দ্রুতগতি নিশ্চিতে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ল্যাপটপ বিতরণ

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষ ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন (A) নিদর্শন দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য কাঠের শো-কেস নির্মাণ

জাদুঘর গ্যালারিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকরণ (B) কারুপণ্য বিপণন চত্বরের স্টলগুলো সংস্কারকরণ

কারুশিল্প গ্রামে দু'টি ওয়াশ রুম আধুনিকীকরণ ও সংস্কার (C) সুপেয় পানি পানের জন্য ওয়াটার ফিল্টার স্থাপন

২৫০ কেভি নিজস্ব বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার ও যন্ত্রপাতি স্থাপন

ফাউন্ডেশন চত্বর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সংগৃহীত লনমোয়ার ট্রাক্টর

মা ও শিশুদের জন্য স্থাপিত মাতৃদুগ্ধ পান কর্নার